

যে খেলা আসছে

- দুপুর ২:৪০ (ভারতীয় সময়)
- অ্যাথলেটিক্স – পুরুষদের ৪০০ মিটার হার্ডলস (রাউন্ড-১)
 - যশস পালাক্ষা
 - সন্তোষ তামিলরাসন



Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় মাস, চতুর্থ সংখ্যা, সোমবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, শ্রাবণ ১২, ইংরিজি ২০২৬, জুলাই ২৭

যে খেলা আসছে

- সন্ধ্যা ৬:০০ (ভারতীয় সময়)
- বক্সিং – পুরুষদের ৮০ কেজি বিভাগ (প্রিলিমিনারি, রাউন্ড অব ১৬)
- অন্ধুশ বনাম প্রতিপক্ষ পরে নির্ধারিত হবে

পিওকে বাদে অন্য কোনও আলোচনা নয়- রাজনাথ

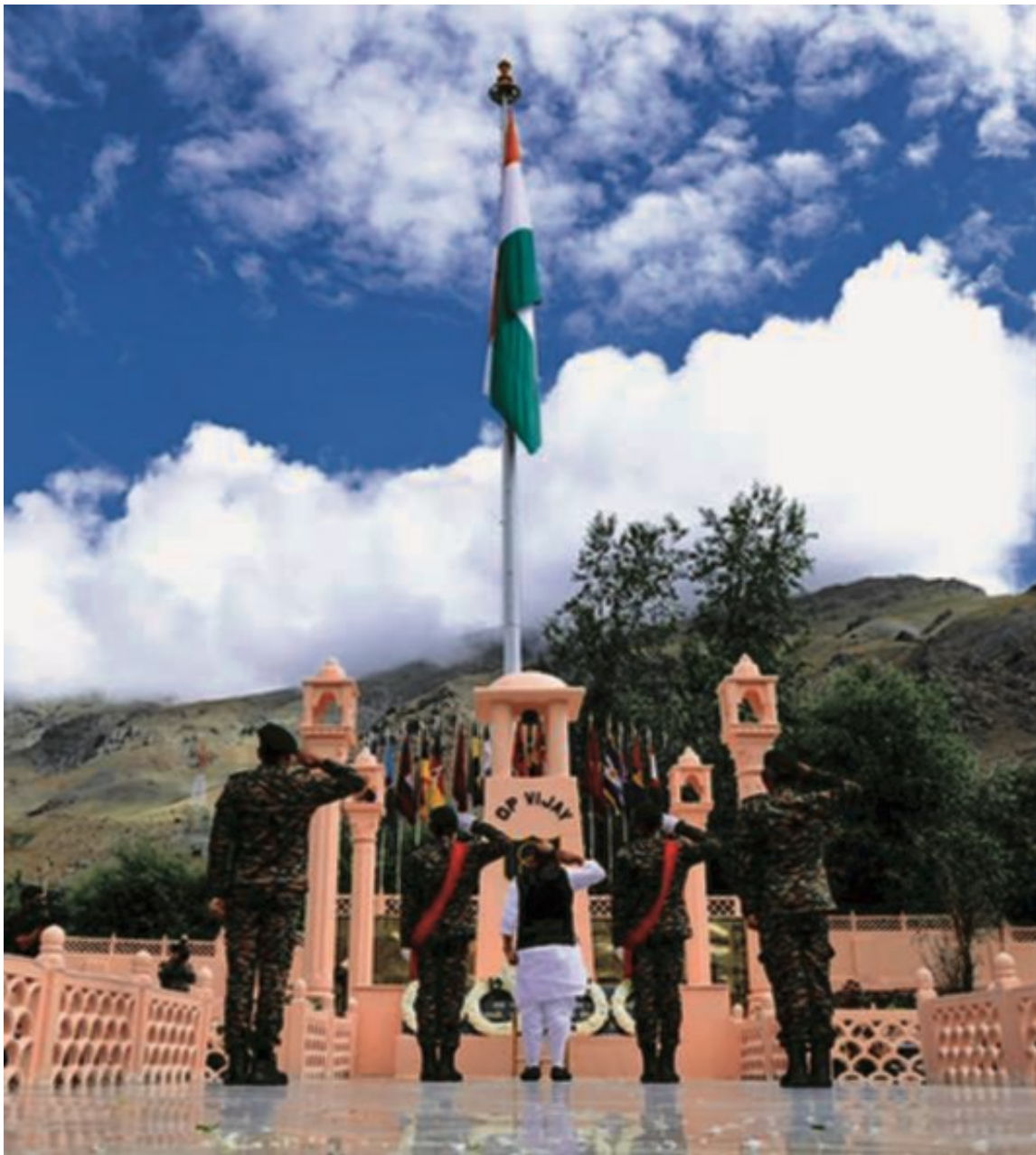
২৬ জুলাই: কার্গিল বিজয় দিবসের ২৭তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে লাদাখের দ্রাসে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, ‘অপারেশন সিঁদুর’ প্রমাণ করেছে যে, পাকিস্তানের যে কোনও দুঃসাহসিক পদক্ষেপের জবাব ভারত তাদের কল্পনারও বাইরে গিয়ে দিতে সক্ষম। একইসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে দেন, পাকিস্তানের সঙ্গে যদি কোনও আলোচনা হয়, তবে তা শুধুমাত্র পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) নিয়েই হবে, কারণ পিওকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং পাকিস্তান অবৈধভাবে সেই অঞ্চল দখল করে রেখেছে। কার্গিল যুদ্ধ স্মারকে শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদকে রাষ্ট্রনীতির অংশে পরিণত করেছে। তাঁর অভিযোগ, সে দেশের সেনাবাহিনী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে শুধু আশ্রয়ই দেয় না, তাদের সঙ্গে সমন্বয় করেও কাজ করে। তাই অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে ভারত স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে, জঙ্গি এবং তাদের মদদতাতা রাষ্ট্রকে আর আলাদা করে দেখা হবে না। দেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যে কোনও ষড়যন্ত্রের জবাব ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী একই দৃঢ়তা ও সাহসের সঙ্গে দেবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

ভারত ও পাকিস্তানের গত ২৭ বছরের পথচলার তুলনা টেনে রাজনাথ সিং বলেন, ভারত যখন উদ্ভাবন, সেমিকন্ডাক্টর, স্টার্ট-আপ, মহাকাশ প্রযুক্তি ও ডিজিটাল অর্থনীতিতে এগিয়ে চলেছে, তখন পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদ, অনুপ্রবেশ এবং উগ্রপন্থার পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ব্যস্ত। তাঁর কথায়, “ভারত চিপ ডিজাইন করছে, পাকিস্তান সন্ত্রাসের নকশা আঁকছে। ভারত সফটওয়্যার রপ্তানি করে, পাকিস্তান রপ্তানি করে স্লিপার সেল। ভারত ডেটা সেন্টার গড়ে তুলছে, পাকিস্তান গড়ে তুলছে উগ্রপন্থার কেন্দ্র।” তিনি আরও বলেন, ভারত যখন ইউপিআই-এর মাধ্যমে বিশ্বকে ডিজিটাল লেনদেনের নতুন দিশা দেখাচ্ছে, তখন পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদকে হাওয়ালা নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করতেই ব্যস্ত। প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্র সরকার সশস্ত্র বাহিনীকে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা দিয়েছে এবং জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও আপস করা হবে না। তিনি বলেন, দেশের সীমান্তে নজরদারি ও পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে

সেনাবাহিনীর যুদ্ধক্ষমতা আরও বাড়ানো হচ্ছে। কার্গিল যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষা নিয়ে প্রতিটি ঋতু ও প্রতিটি পরিস্থিতিতে সীমান্তে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখার ওপর সরকার জোর দিচ্ছে। আত্মনির্ভর ভারতের প্রসঙ্গ তুলে রাজনাথ সিং বলেন, একসময় দেশের ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো। বর্তমানে প্রায় ৬৫ শতাংশ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম দেশেই তৈরি হচ্ছে। আকাশ-তীর বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, নতুন প্রজন্মের আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র, তেজস যুদ্ধবিমান, আইএনএস বিক্রান্ত, প্রচণ্ড হেলিকপ্টার, ধ্রুব, অর্জুন ট্যাঙ্ক, পিনাকা মাল্টি-ব্যারেল রকেট লঞ্চার, অস্ত্র ক্ষেপণাস্ত্র এবং আধুনিক ড্রোন ও অ্যান্টি-ড্রোন প্রযুক্তির উল্লেখ করে তিনি বলেন, আগামী দিনে আরও উন্নত যুদ্ধবিমান, সাবমেরিন ও ক্ষেপণাস্ত্র ভারতে তৈরি করা হবে। ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রার বিখ্যাত উক্তি ‘ইয়ে দিল মাস্কে মোর’ উল্লেখ করে তিনি বলেন, আত্মনির্ভর প্রতিরক্ষা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ভারত আরও এগিয়ে যাবে। কার্গিলের বীর শহিদদের স্মরণ করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর স্বপ্ন শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের নয়, বরং কৌশলগত শক্তি, সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক ঐক্যেরও প্রতীক। তিনি মনে করেন, দেশের প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে একজন সৈনিকের মতো কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেম থাকা প্রয়োজন। দেশের প্রয়োজনে প্রত্যেক ভারতীয়কে মানসিক, নৈতিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান তিনি। অনুষ্ঠানে রাজনাথ সিং কার্গিল যুদ্ধ স্মারকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। উপস্থিত ছিলেন লাদাখের উপরাজ্যপাল বিনয় কুমার সাক্সেনা, সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরজ শেঠ, উত্তর কমান্ডের জিওসি-ইন-সি লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্রতীক শর্মা, ১৪ কর্পসের জিওসি লেফটেন্যান্ট জেনারেল মদনরাজ পাণ্ডে-সহ সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিক, কার্গিল যুদ্ধের প্রাক্তন সেনা, বীর নারীরা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যরা। এদিন তিনি কার্গিল যুদ্ধের ইতিহাস সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ‘ভার্চুয়াল ওয়াকথ্রু পোর্টাল’ উদ্বোধন করেন এবং ‘শৌর্য বিজয় যাত্রা’ মোটরসাইকেল অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। পাশাপাশি ‘হাট অব রিমেমব্র্যান্স’ ও ‘বীর ভূমি’ পরিদর্শন করে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।



বিশ্ব জুনিয়র স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপে ইতিহাস গড়লেন ভারতের তরুণ স্কোয়াশ তারকা অনাহত সিং। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, অনাহতের এই সাফল্য দেশের ক্রীড়া ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল।



দ্রাসে শহীদ স্মরণে রাজনাথ

ভারতীয় নাবিকদের জন্য নির্দেশিকা

২৬ জুলাই: রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের জেরে কৃষ্ণসাগর ও সংলগ্ন সমুদ্রাঞ্চলে নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় ভারতীয় নাবিকদের জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করল বিদেশ মন্ত্রক। রবিবার প্রকাশিত এক নির্দেশিকায় মন্ত্রক জানিয়েছে, সংঘাতপূর্ণ এই অঞ্চলে চলাচলকারী বা যাতায়াতকারী বাণিজ্যিক জাহাজে চাকরি গ্রহণের আগে ভারতীয় নাগরিকদের সম্ভাব্য নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে খোঁজ নিয়ে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকে ওই অঞ্চলে বাণিজ্যিক জাহাজের উপর হামলা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এবং এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই পাঁচজন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র।

বিদেশ মন্ত্রকের মতে, কৃষ্ণসাগর ও তার পার্শ্ববর্তী সমুদ্রপথ এখনও অত্যন্ত অস্থিতিশীল। ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার কারণে বাণিজ্যিক জাহাজগুলির নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে কর্মরত বা সেখানে কাজের সুযোগ বিবেচনা করছেন এমন ভারতীয় নাবিকদের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রক জানিয়েছে, কোনও জাহাজে যোগদানের আগে নিয়োগকারী সংস্থা, রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি বা জাহাজ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে জাহাজের নির্ধারিত

দ্বিতীয় পাতায়

প্রধানমন্ত্রীর ইন্সটা বার্তা, শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ

২৬ জুলাই: দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, নির্ভরযোগ্য এবং প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতে ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ নন্দন নিলেকানির নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের টাস্ক ফোর্স গঠনের ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার এক ভিডিও বার্তায় তিনি জানান, পরীক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই ভবিষ্যতের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় কেন্দ্র সরকার ধারাবাহিকভাবে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। যাঁরা পরীক্ষায় অনিয়ম করে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং অনেকেই ইতিমধ্যেই কারাগারে রয়েছেন। দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠন করা হয়েছে এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রেখে নতুন আইনও সংসদে আনার প্রস্তুতি চলছে। মোদীর কথায়, এখন শুধু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয়, ভবিষ্যতের কথা ভেবে গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থাকেই আধুনিক করে তোলা প্রয়োজন। তিনি বলেন, প্রযুক্তির সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করে একটি নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ পরীক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতেই এই উচ্চপর্যায়ের টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, নন্দন নিলেকানির নেতৃত্বাধীন এই বহুমুখী বিশেষজ্ঞ কমিটিতে রয়েছেন প্রাক্তন ইসরো

চেয়ারম্যান এস. সোমনাথ, প্রাক্তন গোয়েন্দা ব্যুরো (আইবি) প্রধান তপন ডেকা, আইআইটি মাদ্রাজের অধিকর্তা ভি. কামকোটি, প্রাক্তন শিক্ষা সচিব অনিতা করওয়াল এবং প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞ অমৃত লাল মীনা। জাতীয় পরীক্ষা সংস্থা (এনটিএ)-র পরিচালিত পরীক্ষাগুলিতে প্রযুক্তির আরও বিস্তৃত ব্যবহার এবং কাঠামোগত সংস্কারের সুপারিশ করাই হবে এই কমিটির প্রধান দায়িত্ব। এদিকে রবিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন প্রহ্লাদ যোশী। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি কর্তব্য ভবনে মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেন। বৈঠকে স্কুল শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা এবং কেন্দ্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়। দায়িত্ব গ্রহণের পর সামাজিক মাধ্যমে প্রহ্লাদ যোশী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তিনি বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করছেন এবং সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরী, উচ্চশিক্ষা সচিব ড. বিনীত যোশী, স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগের সচিব টি. কে. অনিল কুমার-সহ মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকরা। কেন্দ্রের আশা, প্রযুক্তিনির্ভর সংস্কার, কঠোর আইন এবং প্রশাসনিক পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রতি ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের আস্থা আরও সুদৃঢ় হবে।

সম্পাদকীয়

ইতিহাস কেবল অতীতের ঘটনাপঞ্জি নয়; ইতিহাস একটি জাতির স্মৃতি, আত্মপরিচয় এবং ভবিষ্যতের পথনির্দেশ। যে সমাজ নিজের ইতিহাস ভুলে যায়, সে সমাজ ভবিষ্যৎ নির্মাণের শক্তিও হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ইতিহাসের চেয়েও বিপজ্জনক একটি বিষয় আছে— ইতিহাসের বিকৃতি। কারণ ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে একদিন খুঁজে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু বিকৃত ইতিহাস প্রজন্মের পর প্রজন্মকে ভুল সত্যে বিশ্বাস করতে শেখায়। প্রত্যেক যুগে ক্ষমতাবানরা ইতিহাসকে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। কখনও বিজেতা নিজের পরাজয় আড়াল করেছেন, কখনও পরাজিতকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলেছেন। আবার কখনও কোনও ব্যক্তিকে দেবত্বে উন্নীত করা হয়েছে, কখনও বা তাঁকে ইতিহাসের পাতা থেকেই নির্বাসিত করা হয়েছে। এই প্রবণতা নতুন নয়। প্রাচীন সাম্রাজ্য থেকে আধুনিক রাষ্ট্র—সর্বত্রই ইতিহাসকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার নজির রয়েছে। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। ঔপনিবেশিক শাসন ভারতের ইতিহাসকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছিল, যাতে ভারতীয় সমাজকে বিভক্ত, দুর্বল এবং আত্মবিশ্বাসহীন বলে প্রমাণ করা যায়। স্বাধীনতার পরেও ইতিহাসচর্চা আদর্শগত মেরুকরণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। ভারতের বহু ঐতিহাসিক অর্জনকে গুরুত্বহীন করে দেখিয়েছেন অধিকাংশ ইতিহাসবিদ। ফলে ইতিহাস কখনও গবেষণার বিষয় না হয়ে

রাজনৈতিক অবস্থানের পরিচয়পত্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের প্রকৃত কাজ কারও মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা নয়; ইতিহাসের কাজ সত্যকে অনুসন্ধান করা। সেই সত্য কখনও গৌরবের হতে পারে, কখনও লজ্জারও হতে পারে। একটি সভ্যতার পরিপক্বতা নির্ভর করে সে নিজের গৌরবের পাশাপাশি নিজের ভুলগুলিকেও কভটা সত্যতার সঙ্গে স্বীকার করতে পারে তার উপর। আজকের ডিজিটাল যুগে ইতিহাস বিকৃতির বিপদ আরও বেড়েছে। সামাজিক মাধ্যমে কয়েক সেকেন্ডের একটি ভিডিও, একটি মনগড়া উদ্ধৃতি বা একটি সম্পাদিত ছবি লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। গবেষণা, প্রমাণ বা সূত্রের পরিবর্তে আবেগ ও প্রচার অনেক সময় সত্যের জায়গা দখল করছে। অ্যালগরিদম এমন তথ্যই সামনে আনে, যা মানুষের পূর্বধারণাকে আরও দৃঢ় করে। ফলে ইতিহাস নিয়ে যুক্তির পরিবর্তে তৈরি হয় প্রতিধ্বনি-কক্ষ, যেখানে মানুষ কেবল নিজের বিশ্বাসের সমর্থনই স্তনতে পায়। ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা মানে কোনও নির্দিষ্ট মতবাদকে অনুসরণ করা নয়; বরং প্রমাণ, যুক্তি ও নিরপেক্ষ গবেষণাকে সম্মান করা। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক থাকবে, মতভেদ থাকবে, নতুন ব্যাখ্যাও আসবে। কিন্তু সেই বিতর্কের ভিত্তি হতে হবে নথি, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ, সমসাময়িক দলিল ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি—রাজনৈতিক সুবিধা নয়।



গ্লাসগোতে সোনার হ্যাটট্রিক ভারতের

২৬ জুলাই: গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে মহিলাদের ৪৮ কেজি ভারোত্তোলন বিভাগে টানা তৃতীয়বারের মতো সোনা জিতে ইতিহাস গড়লেন ভারতের তারকা ভারোত্তোলক মীরাবাই চানু। এই জয়ের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ভারতীয় ভারোত্তোলনের ইতিহাসে এটি আরও একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। গ্লাসগো গেমসে এটিই ভারতের প্রথম সোনার পদক। একই দিনে পুরুষদের ৬০ কেজি বিভাগে ভারতের ঋষিকান্ত সিং চানাস্বাম রূপো জিতেছেন। এক্স (প্রাক্তন টুইটার)-এ প্রধানমন্ত্রী লেখেন, “ভারোত্তোলনে ভারতের গৌরবের আরও একটি অধ্যায় রচনা করলেন মীরাবাই চানু। ৪৮ কেজি বিভাগে অসাধারণ পারফরম্যান্স করে তিনি আবারও কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জিতেছেন। পরপর কমনওয়েলথ গেমসে সোনা এবং মোট চারটি কমনওয়েলথ পদক জিতে তিনি দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন। আগামী দিনের জন্য তাঁকে শুভেচ্ছা।” কেন্দ্রীয় যুবকল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যও মীরাবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, “সোনার হ্যাটট্রিক। আপনার অদম্য নিষ্ঠা, ধারাবাহিকতা এবং অসাধারণ শক্তি গোটা দেশকে গর্বিত করেছে।” প্রতিযোগিতায় শুরু থেকেই দাপট দেখান মীরাবাই। স্ন্যাচ বিভাগে ৮৫ কেজি ওজন তুলে তিনি নতুন কমনওয়েলথ রেকর্ড গড়েন। এরপর ক্লিন অ্যান্ড জার্ক প্রথম প্রচেষ্টায় ৮২ কেজি তুলতে ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় সফল হন। তৃতীয় প্রচেষ্টায় ৮৫ কেজি তুলে কমনওয়েলথ গেমস ও কমনওয়েলথ—দুই ক্ষেত্রেই নতুন রেকর্ড গড়েন। এরপর শেষ প্রচেষ্টায় ১০৫

কেজি ওজন সফলভাবে তুলে সোনার পদক নিশ্চিত করেন মীরাবাই। এই জয়ের মাধ্যমে ২০১৮ সালের গোল্ড কোস্ট এবং ২০২২ সালের বার্মিংহামের পর ২০২৬ সালের গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসেও সোনা জিতে টানা তৃতীয়বার শিরোপা নিজের দখলে রাখলেন তিনি। অলিম্পিক পদকজয়ী এই ভারোত্তোলকের সাফল্যে ভারতীয় শিবিরে উজ্জ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ধারাবাহিক সাফল্যের মাধ্যমে মীরাবাই চানু যে ভারতের অন্যতম সফল ক্রীড়াবিদ হিসেবে নিজের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করলেন, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। অন্যদিকে, গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে পুরুষদের ৬০ কেজি ভারোত্তোলন বিভাগে রুপোর পদক জিতলেন ভারতের ঋষিকান্ত সিং চানাস্বাম। তাঁর এই সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্যান্সের পাশাপাশি নতুন কমনওয়েলথ গেমস স্ন্যাচ রেকর্ড গড়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন বলে প্রধানমন্ত্রী প্রশংসা করেন। এক্স (প্রাক্তন টুইটার)-এ প্রধানমন্ত্রী লেখেন, “ভারতের ভারোত্তোলক ঋষিকান্ত সিং চানাস্বামের রুপোর পদক জয়ে আমি অত্যন্ত গর্বিত। তিনি নিজের ব্যক্তিগত সেরাও স্পর্শ করেছেন। তাঁর দৃঢ় মানসিকতা এবং অসাধারণ পারফরম্যান্স গোটা দেশকে আনন্দ দিয়েছে। ভবিষ্যতেও তিনি আরও সাফল্যের শিখরে পৌঁছন এবং নতুন প্রজন্মের ক্রীড়াবিদদের অনুপ্রাণিত করুন।” প্রতিযোগিতায় ঋষিকান্ত মোট ২৬৪ কেজি (স্ন্যাচে ১২১ কেজি এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্ক ১৪৩ কেজি) ওজন তুলে রূপো নিশ্চিত করেন।

বার্লিনে ভয়াবহ গাড়ি হামলা

২৬ জুলাই: জার্মানির রাজধানী বার্লিনে এলজিবিটিকিউ প্রাইড (ত্রিস্টোফার স্ট্রিট ডে) উদ্‌যাপনের কাছে গাড়ি ভুলে হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করেছে পুলিশ। রবিবার স্পানডাউ জেলার একটি বাগান এলাকায় তাকে খুঁজে পায় নিরাপত্তা বাহিনী। পুলিশের দাবি, ধারালো অস্ত্র নিয়ে তিনি পুলিশকর্মীদের দিকে তেড়ে এলে আত্মরক্ষার্থে গুলি চালানো হয়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। শনিবার রাতে ব্রাডেনবুর্গ গেট সংলগ্ন টিয়ারগার্টেন পার্কে প্রাইড অনুষ্ঠানের কাছাকাছি একটি মিনিভ্যান ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ওই ঘটনায় অন্তত একজন নিহত এবং ২৯ জন আহত হন। ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ প্রাইড সমাবেশকে কেন্দ্র করে এই হামলা ঘিরে গোটা জার্মানিতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম আবদুল বি, বয়স ২১ বছর। তিনি জার্মানিতে

জন্মগ্রহণকারী লেবানিজ বংশোদ্ভূত জার্মান নাগরিক। জার্মানির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলেকজান্ডার ডোব্রিষ্ট জানান, অতীতে একাধিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে তাঁর নাম জড়িয়েছিল এবং তিনি ইসলামপন্থী উগ্রপন্থী মহলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে নিরাপত্তা সংস্থার নজরে ছিলেন। হামলার পর অভিযুক্তের ছবি প্রকাশ করে সাধারণ মানুষের কাছে তথ্য চেয়েছিল পুলিশ। পরে স্পানডাউ এলাকায় তাঁর অবস্থান নিশ্চিত হওয়ার পর অভিযান চালানো হয়। তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছে ফেডারেল প্রসিকিউটরদের দপ্তর। ঘটনার জেরে প্রাইড উদ্‌যাপন উপলক্ষে নির্ধারিত একাধিক অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। পরিবর্তে ব্রাডেনবুর্গ গেটের কাছে হাজার হাজার মানুষ নিহতদের স্মরণে এক শোকসভায় যোগ দেন। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই বহু মানুষ প্রাইড পতাকা হাতে উপস্থিত হন। নিরাপত্তার কারণে পুলিশকে

উপস্থিতির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ ম্যাৎস স্মরণসভায় যোগ দিয়ে বলেন, উদারপন্থী ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষায় দেশ আপসহীন থাকবে। তাঁর কথায়, “স্বাধীনতা, উন্মুক্ত সমাজ ও উদার গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে যা যা করা প্রয়োজন, আমরা তা করব।” বার্লিনের এলজিবিটিকিউ বিষয়ক কমিশনার আলফোনসো পাস্তিসানো বলেন, এই হামলার পরে সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক, শোক ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। তবে তিনি সকলকে এক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জার্মানিতে জনসমাগমে গাড়ি তুলে হামলার একাধিক ঘটনা ঘটেছে। এই ধরনের হামলা দেশটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা, অভিবাসন নীতি এবং উগ্রপন্থা মোকাবিলা নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এবারের হামলাও সেই বিতর্ককে উস্কালো।

বায়োটেক নিয়ন্ত্রণে সংস্কারের ডাক

২৬ জুলাই: জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, টেকসই কৃষি এবং জৈবপ্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির প্রেক্ষিতে ভারতের বায়োটেকনোলজি নিয়ন্ত্রক কাঠামো আধুনিকীকরণের ওপর জোর দিলেন বিশেষজ্ঞরা। এ বিষয়ে আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠকে বিজ্ঞানী, নীতিনির্ধারক ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা অংশ নিয়ে দেশের জিএম ও জিন-সম্পাদিত ফসলের অনুমোদন প্রক্রিয়াকে আরও বিজ্ঞানভিত্তিক, স্বচ্ছ, সময়বদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক মানের করার সুপারিশ করেন। বৈঠকের উদ্বোধনী অধিবেশনে সাউথ এশিয়া বায়োটেকনোলজি সেন্টারের সভাপতি ড. সি. ডি. মায়ী নিয়ন্ত্রক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করেন। আইএসএএএ ইনকর্পোরেটেডের নির্বাহী অধিকর্তা ড. রোডোরা রোমেরো-আলডেমিটা বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রক কাঠামোর সামঞ্জস্যের বিষয়টি তুলে ধরেন। যুক্তরাজ্যের পিজি ইকোনমিক্স লিমিটেডের কৃষি অর্থনীতিবিদ গ্রাহাম ব্রুকস জিএম ও জিন-সম্পাদিত ফসলের অর্থনৈতিক সুফল সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করেন। দুটি প্রযুক্তিগত অধিবেশনে বিশেষজ্ঞরা মত দেন, ভারতে গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে জৈব-নিরাপত্তা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ও শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক পরিকাঠামো থাকলেও, জিন-সম্পাদনা প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বর্তমান নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ জরুরি। একই সঙ্গে মানবস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষার ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বিজ্ঞানভিত্তিক, ঝুঁকি-অনুপাতে নির্ধারিত, স্বচ্ছ ও দক্ষ অনুমোদন প্রক্রিয়া গড়ে তোলার পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি—উভয় ক্ষেত্রের উদ্ভাবকদের জন্য সহজলভ্য ও সময়সীমাবদ্ধ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা তৈরির সুপারিশ করেন। তাঁদের মতে, নিরাপত্তা জিএম ও জিন-সম্পাদিত ফসলের দ্রুত গ্রহণ জলবায়ু সহনশীলতা, কৃষি উৎপাদনশীলতা, পুষ্টি নিরাপত্তা, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং ভারতীয় কৃষির আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। ড. এম. রামাসামি বলেন, একটি কার্যকর, স্বচ্ছ ও পূর্বানুমানযোগ্য নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে কৃষকদের উপযোগী প্রযুক্তিতে রূপান্তর করতে, বীজ শিল্পকে শক্তিশালী করতে এবং কৃষি উদ্ভাবনে ভারতের বৈশ্বিক অবস্থান সুদৃঢ় করতে সহায়ক হবে। ড. এন. কে. সিং জৈবপ্রযুক্তি বিভাগ (ডিবিটি)-এর আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি, স্বীকৃত পরীক্ষাগার গঠন এবং একটি সর্বাঙ্গীন জাতীয় জৈবপ্রযুক্তি নীতি প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। গোলটেবিল বৈঠকের সহ-সভাপতি ড. আর. এস. পারোদা বলেন, কৃষি জৈবপ্রযুক্তিতে বিশ্বনেতৃত্ব দেওয়ার মতো বৈজ্ঞানিক দক্ষতা ও প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ভারতের রয়েছে। তিনি বিদ্যমান একাধিক নির্দেশিকা পুনর্বিবেচনা করে পরীক্ষার প্রক্রিয়া সহজ করারও পরামর্শ দেন। বৈঠকের সুপারিশগুলি একত্রিত করে একটি বিস্তৃত নীতিপত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির কাছে পাঠানো হবে, যাতে দেশে জিএম ও জিন-সম্পাদিত ফসলের অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও কার্যকর ও বিজ্ঞানসম্মত করা যায়।

নির্দেশিকা

প্রথম পাতার পরে

রুট, কোন কোন বন্দরে যাতায়াত করবে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, বিমা সুরক্ষা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে উদ্ধার ও প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে নাবিকদের নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে যে তাঁদের চাকরির চুক্তি আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাতে চিকিৎসা, জরুরি উদ্ধার, দেশে প্রত্যাবর্তন এবং ক্ষতিপূরণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক আরও পরামর্শ দিয়েছে, সমুদ্রে যাত্রার আগে পরিবারের সদস্যদের সম্পূর্ণ ভ্রমণসূচি জানিয়ে রাখতে হবে এবং কর্মরত অবস্থায় তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখতে হবে। এছাড়াও ভারতীয় নাবিকদের বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রকের অধীনস্থ ডিরেক্টরেট জেনারেল অব মেরিটাইম অ্যডমিনিস্ট্রেশন (ডিজিএমএ), ভারত সরকারের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা, জাহাজ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক কর্তৃপক্ষের জারি করা নিরাপত্তা নির্দেশিকা নিয়মিত অনুসরণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিশেষ করে, ২৩ জুলাই ২০২৬ তারিখে ডিজিএমএ-র জারি করা নিরাপত্তা পরামর্শ মেনে চলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোনও ভারতীয় নাগরিকের কনসুলার সহায়তার প্রয়োজন হলে নিকটবর্তী ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ করার অনুরোধ করেছে বিদেশ মন্ত্রক। এ জন্য রাশিয়ায় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের জরুরি হেল্পলাইন নম্বর +৭ ৯৬৫ ২৭৭ ৩৪১৪ এবং ইউক্রেনে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের জরুরি হেল্পলাইন নম্বর +৩৮ ০৯৩ ৩৫৫ ৯৯৫৮ প্রকাশ করা হয়েছে।

তামাক চাষিদের স্বার্থরক্ষা

২৬ জুলাই: ফ্লু-কিউরড ভার্জিনিয়া (এফসিভি) তামাকের বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে বাণিজ্য মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব নীতিন কুমার যাদবের নেতৃত্বে কেন্দ্রের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল শনিবার অন্ধ্রপ্রদেশ সফর করে। এই সফরে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রাবাবু নাইডুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রতিনিধি দল অংশ নেয়। বৈঠকে তামাক বোর্ডের চেয়ারম্যান ও এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে মূলত এফসিভি তামাক চাষিদের স্বার্থ সুরক্ষা এবং এই খাতের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বাজারের বর্তমান পরিস্থিতি, মূল্য এবং বিপণন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে মতবিনিময় হয়। সফরের অংশ হিসেবে প্রতিনিধি দল ভেল্লামপল্লির তামাক বোর্ডের নিলাম কেন্দ্রও পরিদর্শন করে। সেখানে চলমান নিলাম প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি কর্মকর্তারা নিলামের স্বচ্ছতা ও পরিচালন ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। এ সময় তাঁরা এফসিভি তামাক চাষিদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও মতামত সংগ্রহ করেন। তামাক বোর্ডের নিলাম ব্যবস্থার স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল পরিচালনার প্রশংসা করেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। অতিরিক্ত সচিব নীতিন কুমার যাদব চাষিদের আশ্বস্ত করে বলেন, কেন্দ্র সরকার এফসিভি তামাকের বাজার পরিস্থিতির ওপর নিবিড় নজর রাখছে।

কমিষন

শমিত



বাণ্ডের ছাতা...